# সুখ-দুঃখ।

সময় হয়েছে ভাই এসেছি ফিরে
জননীর গৃহখানি আঁধার করে'।
সবাই ছুটিয়া গিয়া জননীর কোলে
একমাস সুখে ছিনু সকলি ভুলে।
প্রবেশিতে গৃহদ্বারে চাহিনু যেমনি
দেখিনু দাঁড়ায়ে আছে স্নেহের জননী।
প্রণমিতে তাঁর পদে স্নেহ-হস্ত দিয়ে
প্রবাস-বেদনা সব নিলেন হরিয়ে।
পরিচিত প্রিয়মুখ সকলে আসিয়া—
কত শত প্রশ্ন করে আমারে ঘিরিয়া।
ছোট ছোট ভাইগুলি মোর কাছে এসে
"কি এনেছ দাদা তুমি" বলে তা'রা হেসে।
একে একে তাহাদের হাতে তুলে দিনু
ছোট ছোট বাঁশীগুলি যাহা এনেছিনু।
শৈশবের সহচর সবার মিলনে
কি আনন্দ উঠেছিল আমার পরাণে?
পল্লীমার আঙিনায় বসিয়া সকলে
দিবস কাটিয়া যেত হাসি কোলাহলে।
ষষ্ঠীর বোধন-বাঁশী পশি মোর কাণে
কি আনন্দ দিয়াছিল জানাই কেমনে।
বিসর্জ্জিয়া মাতৃমূর্ত্তি বিজয়ার দিনে
সবাই ফিরিনু গৃহে সজল-নয়নে।
মধুর বিজয়া-দিনে মধুর মিলনে
বিমল আনন্দ বহে বাঙ্গালীর প্রাণে।
ছোট ছোট ভাইগুলি একে একে সবে
প্রণমিয়া মোর পদে দাঁড়াল নীরবে।

আমিও আনন্দে ভাসি তাহাদের তুলে
দিয়াছি স্নেহের চুমা তাহাদের গালে।
তা'র পরে গুরুজনে প্রণমিয়া ধীরে
নিয়াছি তাঁদের স্নেহ ভক্তিনত শিরে।
ফিরিবার দিন যবে আসিল আবার
অন্তরে বিপুল ব্যথা বাজিল আমার।
আমার মলিন মুখ হেরি ভাইগুলি
মায়ের কাছেতে গিয়া শুধায় কেবলি—
"দাদা বুঝি চলে যাবে"—শুনি সেই কথা
স্নেহময়ী মার প্রাণে বাজে কত ব্যথা।
আমারে বিদায় দিয়া বাষ্প-ঢাকা চোখে
চলে গেল ছুটে তা'রা আজ বাজে বুকে।
তাদের নিবিড় স্নেহ অবহেলা করি'
তোমাদের স্নেহ পেতে এসেছি গো ফিরি।
তোমাদের স্নেহকণা দরিদ্র ভ্রাতারে
হেলায় বিলাতে পার প্রফুল্ল-অন্তরে।
আমরা মিলিছি পুনঃ কাজের ডাকে
আবার কাজের শেষে ফিরে পাব মা-কে।
সুখ-দুখ দুটী ভাই থাকে পাশাপাশি
দুখের পরেতে সুখ বেশী ভালবাসি।
মোর এই কবিতাটী তোমাদের করে
উপহার দিনু আজি বিচ্ছেদের পরে।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।